আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০১২

‘জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দাবি তুলুন’

১. ভূমিকা

১৫ অক্টোবর বিশ্বের প্রায় সব দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস। নারীর উপর চেপে থাকা ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য দূর করা, সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার অংশ হিসেবে নারী ও নারী শিশুর অধিকার রক্ষা করা, পরিবারসহ সকল পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের বাধাগুলোকে দূর করা, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং সকল পর্যায়ে নারী-পুরুষ সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রতিবছর এই দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস এক নয়। প্রতি বছর ৮ মার্চ পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস, যেখানে নারীর সার্বিক অধিকার ও উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে গ্রামীণ নারীদের অধিকারের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সবার সামনে তুলে ধরার প্রয়াস হিসেবে পালিত হয় এই আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস। সুতরাং আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস একটি আরেকটির পরিপূরক, বিরোধাত্মক নয়।

গবেষণা, বাস্তবতা ও পরিস্থিতি প্রমাণ করে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের দেশ নানা ধরনের হুমকির মুখে পড়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যে দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের বিপর্যয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সংকট ও বিপর্যয়ের জন্য নারীরা, বিশেষ করে গ্রামীণ নারীরা সবচাইতে বিপন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃত। আর এ ধরনের একটি প্রেক্ষাপটেই এ বছরের আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ঈষধরস্ ড়ঁৎ ঋড়ধপব রহ গরঃরমধঃরহম ধহফ অফধঢ়ঃরহম ঃড় ঈষরসধঃব ঈযধহমব.

২. আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের ইতিহাস

১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৪র্থ নারী সম্মেলনে ১৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে জেনেভা ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ডড়সবহ’ং ডড়ৎষফ ঝঁসসরঃ ঋড়ঁহফধঃরড়হ (ডডঝঋ) আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসটি পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পালন করে। ১৯৯৭ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন তার দেশে দিবসটি পালনের আহ্বান জানান। একই বছর ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট রামোস এই দিবসটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। ২০০৭ সালে এসে এই দিবসটি এক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। জাতিসংঘ ২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকার প্রতি স্বীকৃতি স্বরূপ সাধারণ পরিষদ তার রেজুলেশন নম্বর ৬২/১৩৬-এর মাধ্যমে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর পরের বছর, ২০০৮ থেকে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এই দিবসটি পালন করে আসছে।

৩. বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য

প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিশ্বের গ্রামীণ নারীর অবস্থা ও পরিস্থিতির আলোকে একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়, এবং সেই আলোকেই বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো: **‘জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দাবি তুলুন’** । এর আগের কয়েকটি প্রতিপাদ্য হলো:

- ২০১১: ভূমি ও সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্র মালিকানায় নারীর অধিকার
- ২০১০: জলবায়ু অভিযোজনে মা ও মেয়ে শিশুর শিক্ষা অগ্রাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হোন
- ২০০৯: স্বাস্থ্য অধিকার ও সুস্থভাবে বাঁচার জন্য সোচ্চার হোন।
- ২০০৮: খাদ্য নিরাপত্তাকে বিবেচনা করতে হবে খাদ্য ও সার্বভৌমত্বের আলোকে
- ২০০৭: খাদ্যে অধিকার: গ্রামীণ নারীরাই উৎপাদক ও যোগান দাতা
- ২০০৬: নারীর যথাযথ বাসস্থানের অধিকার
- ২০০৫: রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান: নারী অধিকার রক্ষায় আপনার প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন।
- ২০০৪: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অধিকার
- ২০০৩: তথ্য প্রযুক্তিতে নারীর অধিকার
- ২০০২: নিরাপদ পানি ও নারীর অধিকার
- ২০০১: ঐতিহ্য ও নারীর অধিকার
- ২০০০: জীববৈচিত্র্য ও নারীর অধিকার
- ১৯৯৯: গ্রামীণ নারীর অবদানের স্বীকৃতি চাই
- ১৯৯৮: সকল গ্রামীণ নারীর জন্য মানবাধিকার

৪. গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ও বাংলাদেশ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বিপন্ন একটি দেশ। আর এদেশের গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচাইতে বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছে। ইতিমধ্যে দেশের উপকূলীয় ও নদী তীরবর্তী এলাকার বিপুল মানুষ তাদের ঘরবাড়ি হারিয়ে বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে, অনেকেই তাদের দীর্ঘদিনের পেশা পরিবর্তন করে আয়ের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। বিপদগ্রস্ত এসব মানুষের মধ্যে গ্রামীণ নারী ও নারী শিশুদের বিপর্যয়-ভোগান্তি সবচাইতে বেশি। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস জাতীয় কমিটি এবারের আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্যটি সমর্থন জানিয়েছে এবং বাংলাদেশের জন্য প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে **‘জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দাবি তুলুন’।**

৫. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস

বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন করে আসছে। জাতীয় উদযাপন কমিটি’র ব্যানারে প্রতিবছর জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে তারা আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালন করে থাকেন। ২০০৭ সাল থেকে এর আয়োজনে ব্যাপকতা আসে এবং সেই বছর থেকেই নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জেলা পর্যায়ে গ্রামীণ নারীদেরকে (নারী মুক্তিযোদ্ধা, দাবি আদায়কারী, ধাত্রী মাতা, রত্নগর্ভা, বীজ সংরক্ষণকারী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ইত্যাদি) তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান করা শুরু হয়। গত বছর ৫৬টি জেলায় এবং ১৭টি উপজেলায় আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হয়েছে। এবছরও দেশের ৬৪টি জেলাতেই এই দিবসটি পালন করা হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় এই দিবসটি পালনে সচেষ্ট রয়েছে এ সংক্রান্ত জেলা কমিটি। জাতীয় পর্যায়েও দিবসটি পালন করা হচ্ছে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

৬. জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাবে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় দেখা যাচ্ছে নানা অনিশ্চয়তা। দেখা যাচ্ছে ঋতু সমূহ সঠিক সময়ে আবর্তিত না হয়ে বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা দীর্ঘায়িত হচ্ছে, আবার কোন সময়ে স্বল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে বিগত বছরগুলোতে দেশে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, তাপদাহ, শৈতপ্রবাহ, ঝড় ইত্যাদির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপর যেসব প্রভাব পড়তে পারে বা পড়ছে বলে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে সংক্ষেপে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের সংখ্যা বেড়ে যাবে। ফলে নতুন নতুন এলাকা পস্নাবিত হয়ে যাচ্ছে, বন্যার সংখ্যা ও তীব্রতা বাড়ছে। অন্যদিকে বাড়ছে খরার তীব্রতাও। নতুন নতুন এলাকায় মরুময় অবস্থা বিরাজ করছে।
- বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে সতর্ক সংকেতের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৯০-এর দশকে যেখানে মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত গড়ে ৫-৭ বার ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত জারি করা হয়েছে, সেখানে ২০১০ সালে জারি করা হয়েছে ১৪ বার।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। গবেষকরা মনে করেন, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গেলে আমাদের দেশের ১৭ভাগ এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যাবে। জায়গা জমি হারিয়ে নিজের এলাকা থেকে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে মানুষ। ২০৫০ সাল নাগাদ প্রায় ২ কোটি লোককে এরকম বাস্তুচ্যুত হতে হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার ফলে নদী ভাঙ্গন প্রবণতা আরও বাড়বে, ফলে ব্যাপক জনগোষ্ঠী সম্পদ হারা হয়ে যাচ্ছে। কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটাবে।
- দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে, গড়ে প্রতিবছর ২০% জমি চাষের উপযোগিতা হারাচ্ছে। এই কারণে প্রতি বছর কৃষি খাতে প্রায় ২২ কোটি টাকার ক্ষতি হয়।
- বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন , বিশেষ করে ২০৫০ সালের মধ্যে ধানের উৎপাদন ৮% এবং গমের উৎপাদন ৩২% কমে যেতে পারে।
- বন্যা, জলোচ্ছ্বাস বেড়ে যাওয়ার কারণে খাবার পানি ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থায় বিপর্যয় নেমে আসবে।

– সুন্দর বনের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে, দেশের প্রাণ বৈচিত্র হুমকির মুখে পড়ে যাচ্ছে।

৭. জলবায়ু পরিবর্তন ও গ্রামীণ নারী

সব ধরণের বিপর্যয়ের ক্ষেত্রেই নারীদের তুলনামূলকভাবে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয়। প্রাকৃতিক কোনও দুর্যোগ এলে নারী তার নিজের চিন্তার আগে সন্তানদের চিন্তা করে, এর পর আছে শ্বশুড়-শ্বাশুড়ির জন্য দায়িত্ব। ফলে তারা অন্যদের ছেড়ে বাদ দিয়ে নিজেতের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের কথা ভাবতে পারে না। এ কারণেই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট নানা সংকট বা ঝুঁকিতে নারী, বিশেষ গ্রামীণ নারীই বিশেষভাবে বিপদাপন্ন।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের অনেক অঞ্চলেই খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দিচ্ছে, আবার অনেক অঞ্চলে এই তীব্রতা আরও বাড়ছে। যেহেতু খাবার পানি সংগ্রহের কাজটি প্রধানত গ্রামের নারীদেরকেই করতে হয়, তাই এক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ভোগান্তি বাড়ছে, এবং তা আরও বাড়বে। এক হিসাবে দেখা গেছে যে, একজন গ্রামীণ নারীকে খাবার পানি সংগ্রহের জন্য প্রতিদিন প্রায় ১০ থেকে ১৪ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত হতাহতের সংখ্যা বিশেস্নষণ করলে দেখা যায়, প্রায় সব সময়ই নারী সংখ্যা থাকে বেশি। ১৯৯১ সালের জলোচ্ছ্বাসে মোট নিহতের মধ্যে ২০-৪৪ বছরের নারীই ছিল ৭১%।

– জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্থানত্যাগের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আর বাংলাতেশের গ্রাম এলাকায় একজন পুরম্নষ তার স্থানচ্যুত হলে বা কর্মহীন হয়ে গেলে অনেকজন নারী বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যায়।

৮. আমাদের সুপারিশ সমুহ

– জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের নারীতের বিপন্নতার বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে হবে।
– বিপন্ন নারীদের ক্ষমতায়নে বিশেষ কশৃসূচি গ্রহণ করতে হবে।
– নারী অধিকার, মানবাধিকার ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতিমালার মধ্যে সু-সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।
– জলবায়ু অভিযোজনে নারীর প্রথাগত জ্ঞানকে কাজে লাগানোর জণ্য উদ্যোগ নিতে হবে।
– জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের গ্রামীণ নারীর অংশহগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
– জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
– জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশনের জন্য অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীর জণ্য বিশেষ কোটা চারম্ন করতে হবে।
– জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও তা মোকাবেলার কৌশল সম্বন্ধে নারীদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে।
– সামাজিক বিভিন্ন নিরাপত্তা কর্মসুচিতে গ্রামীণ নারীর অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে হবে।
– নারীর জন্য আয় বর্ধক কাজের সুযোগ বাড়াতে হবে।
– পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন কাজের নারীদের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।

আন্তর্জাতিক গ্রামীন নারী দিবস জাতীয় উদ্‌যাপন কমিটি

ক্রম	প্রধান নির্বাহীর নাম		সংগঠনের নাম	মোবাইল
১.	স্বপন গুহ	সভাপতি	রূপান্তর	০১৭১১৩৪৫১৭৫
২.	শামীমা আক্তার	সহ: সভাপতি	এসো	০১৭১১৩৬৩১৮৬
৩.	রেজাউল করিম চৌধুরী	সহ: সভাপতি	কোস্ট ট্রাস্ট ও ইকুাইটিবিডি	০১৭১১৫২৯৭৯২
৪.	মোস্তফা কামাল অকন্দ	সম্পাদক	কোস্ট ট্রাস্ট	০১৭১১৪৫৫৫৯১
৫.	ফিরোজা বেগম	সদস্য	ফিডা	০১৭১৬৬৫৬৪৫৯
৬.	অসিফ ইকবাল	সদস্য	সেল্‌ফ ডেভেলপমেন্ট	০১৭১১৮৪৯৪৯৪
৭.	নাহিদা সুলতানা	সদস্য	বাদুয়ারচর শতদল সমাজ কল্যান সংস্থা	০১৭৫২২৮৪০৩৩

আন্তর্জাতিক গ্রামীন নারী দিবস ২০১২ উদ্‌যাপন জেলা কমিটিসমুহ

খুলনা বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম		সংগঠনের নাম	মোবাইল
১.	খুলনা	এ্যাডঃ অলোকা নন্দা দাস	সভাপতি	বি এন ডব্লিউ এল	০১৭১১৮৪০৮২৬
		শামীমা সুলতান শীলু	সম্পাদক	মাসেস	০১৭১৫-১০৬৮৯০
২.	বাগেরহাট	শিল্পি সমাদ্দার	সভাপতি	শিক্ষিকা , আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	০১১৯৮-০২৬২৫৩
		শেখ আসাদ	সম্পাদক	উদয়ন -বাংলাদেশ	০১৭১১-৯৫০৩৮০
৩.	সাতক্ষীরা	মাধব চন্দ্র দত্ত	সভাপতি	স্বদেশ	০১৭১১৬৬৩৮০১
		অপরেশ পাল	সম্পাদক	বাংলাদেশ ভিশন	০১৭১২৮৮৭৫৭৩
৪.	নড়াইল	নাজনিন সুলতানা	সভাপতি	নড়াইল পৌরসভা	০১৯২১৩২৯৪১১
		কাজী হাফিজুর রহমান	সম্পাদক	স্বাবলম্বী	০১৭১৬১০৬১০৫
৫.	যশোর	ফিরোজা বুলবুল কলি	সভাপতি	বুলবুল মহিলা কল্যাণ সংস্থা	০১৯২০২৬১৯১৯
		ডা: সাফিয়া খানম	সম্পাদক	নারী অধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা	০১৭১৬১৩১৭২০
৬.	চুয়াডাঙ্গা	রাশিদা হোসনে আরা	সভাপতি	ঝিনুক প্রাথমিক বিদ্যাপিঠ	০১৭১০৮৬১২৯৬
		শাহীন সুলতানা মিলি	সম্পাদক	রিসো	০১৭১৮০০৩১৩২
৭.	মেহেরপুর	আসমা বেগম	সভাপতি	ভিটাপাড়া নারী কল্যান সমিতি	০১১৯১৩০৮৫৬৭
		আবুল কাশেম	সম্পাদক	সাহেবনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা	০১৭১৪৯০৭৫৩৫
৮.	ঝিনাইদহ	রোমেনা বেগম	সভাপতি	শেল্টার	০১৭১৬৩২৮৮৭৩
		এটিএম শহিদুল ইসলাম বাবু	সম্পাদক	র‍্যাক	০১৭৩০০৫০৩৩৯
৯.	কুষ্টিয়া	সালমা সুলতানা	সভাপতি	নিকুশিমাজ সমাজ কল্যান প্রতিষ্ঠান	০১৭১১৯৫১২১২
		এস নজরুল ইসলাম	সম্পাদক	শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদ	০১৭১১৪০৮৬৩৯
১০.	মাগুরা	আমিনা আশরাফি	সভাপতি	স্বপ্নীল মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা	০১৯৩১২৭৬৪৯৩
		মো: আব্দুল হালিম	সম্পাদক	স্বপ্নীল	০১৭১২ ৬৪৬৫৫২
১১.	শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)	শরিফুল ইসলাম	সভাপতি	সিএসএস - শ্যামনগর	০১৭১০-০৮২৮৫২
		শিবু প্রসাদ বৈদ্য	সম্পাদক	গণচেতনা ফাউন্ডেশন	০১৭১৫-৫৯৫২৮৯

রাজশাহী বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম		সংগঠনের নাম	মোবাইল
১.	রাজশাহী	আঞ্জুমানা আরা শোভা	সভাপতি	সূর্য্যকনা হাইস্কুল (শিক্ষিকা)	০১৭১২১১৮৫৮৯
		আব্দুর রাজ্জাক	সম্পাদক	এম আর আই ফাউন্ডেশন	০১৭১৩৩৮৩২৮৪

২.	চাপাইনবাবগঞ্জ	আকসানা খাতুন	সভাপতি	সমতা নারী উন্নয়ন সংস্থা	০১৭২০৬১৪১৭৪
		রহিমা খাতুন	সম্পাদক	চেতনা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা	০১৭২৭৩৭১৯৫৯
৩.	নাটোর	দিলারা বেগম পারুল	সভাপতি	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ	০১৮২১৯৫২৭৩৩
		শামীমা লাইজু নীলা	সম্পাদক	আলো	০১৭১১৩৮৪২৯
৪.	পাবনা	পুনিমা ইসলাম	সভাপতি	সুচনা সমাজকল্যাণ সংস্থা	০১৭১১-১৪২৮৭৬
		আ: সালাম	সম্পাদক	পাবনা প্রগতি সংস্থা	০১৭১১-৮৮৩৮৯৪
৫.	সিরাজগঞ্জ	হেলাল আহমেদ	সভাপতি	অন লাইন সাংবাদিক ফোরাম , সভাপতি	০১৭১৩-১৮১৫০৮
		হোসনে আরা জলি	সম্পাদক	প্রোগ্রাম ফর উইমেন ডেবলাবমেন্ট	০১৭১৬৬০০৭২৮
৬.	নওগাঁ	মো: কায়েস উদ্দীন	সভাপতি	সভাপতি, নওগাঁ প্রেসক্লাব	০১৭১৮ ৯৭১৮৩৫
		নাজমা আখতার লিপি	সম্পাদক	জন নীর ছায়া সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	০১৭২৬৫৮৫৭৭৭
৭.	জয়পুরহাট	অপূর্ব সরকার	সভাপতি	দুঃস্থ মানবতার সেবা সংস্থা	০১৭১১০৫৬৯৫৭
		মাহাবুবা বেগম	সম্পাদক	এইচপিডিও	০১৭১২২৮১৯৮১

রংপুর বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম		সংগঠনের নাম	মোবাইল
১.	রংপুর	আবদুস ছালাম সরকার	সভাপতি	রংপুর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা	০১৭১৫৫০৭৩৭৫
		সিরাজুল ইসলাম	সম্পাদক	পথহারা কল্যাণ সংস্থা	০১৭১৩০০০৬১৫
২.	দিনাজপুর	মো: নুরুল ইসরাম	সভাপতি	বিকাশ	০১৭১৮৪৩৮১৪১
		মো: মতিউর রহমান	সম্পাদক	সিটি ডাব্লিউ	০১৭১৩২৪৯৫৪০
৩.	গাইবান্ধা	মো: ছামছুল হক (মধু)	সভাপতি	নবীন পল্লী উন্নয়ন সংস্থা	০১৭১৬২৭৬২৬৪
		মো: শওকত হোসেন	সম্পাদক	পল্লী আর্ত মানব সেবা সংস্থা	০১৯১৩৮৪৫২৩৭
৪.	নীলফামারী	এল এন রোকেয়া	সভাপতি	নীলাঞ্চল দু:স্থ মহিলা সমিতি	০১৭৪৫৫৪৭০৩৯
		দীপেন্দ্র সরকার	সম্পাদক	সেবা	০১৭১৬৮০০৫৮৬
৫.	লালমনিরহাট	এ কে এম শামছুল হক	সভাপতি	মানসিকা	০১৭১৮৬৪০৯৪৫
		মোঃ নুরুল হক সরকার	সম্পাদক	নজীর	০১৭৫৭৮০৪২৭৭
৬.	ঠাকুরগাঁও	মোছা: রাবেয়া বেগম	সভাপতি	আকস	০১৮১৮৪৫৩০৭৫
		আম্বিয়াতুন জান্নাত	সম্পাদক	সামাজিক কল্যাণ সংস্থা	০১৭১৬৭৪৯৭২৬
৭.	কুড়িগ্রাম	এস এম হারুন-উর -রশীদ লাল	সভাপতি	সলিডারিটি	০১৭১৫-১৬৯৪৬৯
		সাইদা ইয়াছমিন রুপা	সম্পাদক	এ এফ এ ডি	০১৭১৯৬৯১৪০৯
৮.	পঞ্চগড়	আলাউদ্দীন প্রধান	সভাপতি	বিকাশ বাংলাদেশ	০১৭৩০০১৭২০০
		আকতারুন নাহার সাকী	সম্পাদক	পরস্পর	০১৭১৬৫০৮৩১২

বরিশাল বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম		সংগঠনের নাম	মোবাইল
১.	বরিশাল	এ্যাড ঃ মঞ্জুয়ারা বেগম	সভাপতি	পেশাজীবি সংগঠন	০১৭১৮৩৩৫৩০৪
		নির্মল চন্দ্র দাস	সম্পাদক	এস ডি এস	০১৭১১৪৫৯২৩৫
২.	ঝালকাঠি	এ্যাডঃজিয়াউর রহমান চৌঃ	সভাপতি	আকাস	০১৭১১২৮৬৩৪৯
		এ্যাডঃ আরিফ হোসেন খান	সম্পাদক	সদস্য , জেলা আইনজীবি সমিতি	০১১৯১৫৯৯৯৭২
৩.	পটুয়াখালী	জাহানারা হারুন	সভাপতি	সামাজিক আন্দেলন নেত্রী	০১১৯৮০৭১০৮৫
		নার্গিস আরা বায়েজিদ	সম্পাদক	শাপলা ফুল সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি	০১৭১১৪৪৬৭৬২
৪.	বরগুনা	মনজুর মোর্শেদ খান	সভাপতি	চান্স (কোস্টাল হেলথ এ্যাডভান্সমেন্ট এন্ড নিউট্রিসন সেন্টার)	০১৮২২-১৮২২৮৩
		এ্যাডভেকেট জাফর ইকবাল	সম্পাদক	পেশাজীবি সংগঠন	০১৭৬৭৪১৭৬৯৮
৫.	ভোলা	বিলকিস জাহান মুনমুন	সভাপতি	আঞ্জিনা মহিলা সমিতি ভোলা	০১৭১২৭১২৫৮৬
		মোফাজ্জল হক আল-আমিন	সম্পাদক	কোস্ট ট্রাস্ট	০১৭৬৭৪৩৪৪৮০

ঢাকা বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম		সংগঠনের নাম	মোবাইল
১.	সাভার-ঢাকা	সুব্রত দে	সভাপতি	এদেশ	০১৭১৩০০০২১০
		জসিম উদ্দিন চৌধুরী	সম্পাদক	এসো	০১৭৩২-২৬৮৯১২
২.	মানিকগঞ্জ	রোমেজা আক্তার মাহিন	সভাপতি	জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	০১৭১২৬৬৩৭৩
		অনন্ত কুমার মন্ডল	সম্পাদক	প্রদীপ	০১৭১৩৫৮৩১৯৪
৩.	নারায়নগঞ্জ	জাহানারা বেগম	সভাপতি	মৌচাক মহিলা উন্নয়ন সমিতি	০১৭২৪০২৩৫০১
		নজরুল ইসলাম ঢালী	সম্পাদক	সোহা	০১৭১২৭৯৭২৪৯
৪.	মুন্সিগঞ্জ	রোকেয়া বেগম	সভাপতি	উত্তর মহাকালী মহিলা সমিতি	০১৭১২৫০৯১০২
		হমিদা বেগম	সম্পাদক	মধ্যম মহাকালী মহিলা সমিতি	০১৭২৪২৪৬২৭৫
৫.	নরসিংদী	মোসা: ফাহিমা খানম	সভাপতি	এমডিএস	০১৭১৬৭৫৪২১৮
		মো: আলী হোসেন	সম্পাদক	ম্যাবস	০১৭৩১১৯৮০১৩
৬.	গাজীপুর	নাহিদ সুলতানা	সভাপতি	বাদুয়ারচর শতদল সমাজ কল্যান সংস্থা	০১৭৫২২৮৪০৩৩
		ইব্রাহিম খান	সম্পাদক	প্রেস ক্লাব-কালীগঞ্জ	০১৭১৬-৩৫০৪২০
৭.	টাঙ্গাইল	আমিনা মামুন	সভাপতি	ওভা	০১৭১৮৭৬১৪৪৫
		নাজমা বেগম	সম্পাদক	এ এম কে এস	০১৯৩৬৮৬১৮৪৪
৮.	ময়মনসিংহ	অধ্যাপিকা রেবেকা ইয়াছমিন	সভাপতি	সম্পাদক, দৈনিক জাহান	০১৫৫৮৩০৩০৭২
		শেখ মো: ইউসুফ	সম্পাদক	এসেড	০১৭১১৩৩৫৪৭৭
৯.	জামালপুর	মোছাঃ রফিজা বেগম	সভাপতি	পল্লীমা কল্যাণ সংস্থা	০১৯২১৩৪০৯৬০

		সাযাযাদ আনসারী	সম্পাদক	আইজল	০১৮১৮২৬০৭৯৪
১০.	শেরপুর	মো: কাজী শাহনেওয়াজ	সভাপতি	নারী কল্যাণ সমিতি	০১৭১৭৭৮৪০৩২
		মো: জিয়াউর রহমান মুন্না	সম্পাদক	ভয়েস অব পুওর পিপুলস	০১৭২০ ১৮৮২৭৫
১১.	কিশোরগঞ্জ	রুবিনা আক্তার রুবি	সভাপতি	রুবি ডেভলাবমেন্ট অর্গানাইজেশন	০১৭৪৭১৭৬৯১২
		মো:মিজানুর রহমান রিপন	সম্পাদক	ওয়েপ	০১৭১৫৪১২৯৯৯
১২.	নেত্রকোনা	লুদিয়া রুমা সাংমা	সভাপতি	ইয়ং ওমেন ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশন	০১৭১১০২৭৯০১
		সনৎ কুমার সাহা	সম্পাদক	ইভেন্টফুল বাংলাদেশ	০১৭১০৮৯৩৪৮০
১৩.	রাজবাড়ী	অসীম কুমার পাল	সভাপতি	নারী কল্যাণ সংস্থা (এন কে এস)	০১৭১২-২০৩৮২৬
		এস এম শফিকুল ইসলাম	সম্পাদক	ধুনচি মহিলা উন্নয়ন সমিতি	০১৮২৪-৪৯৫৮৩২
১৪.	ফরিদপুর	সালমা আকতার	সভাপতি	কে পি কি এস	০১৭২১-২৬২৯৯৮
		আসিফ ইকবাল	সম্পাদক	এস ডি (সেলফ ডেবলাবমেন্ট)	০১৭১১৮৪৯৪৯৪
১৫.	মাদারীপুর	নার্গিস সরোয়ার	সভাপতি	সমতা নারী উন্নয়ন প্রচেষ্টা	০১৭৩১১৩৭০৫৭
		হোমায়ারা লতিফ পান্না	সম্পাদক	ভাইস চেয়ারম্যান মাদারীপুর সদর	০১৭১১১৬৯৭৪৭
১৬.	শরিয়তপুর	এ্যাড: রওশনারা বেগম	সভাপতি	জাতীয় মাহলা সংস্থা (চেয়ারম্যান)	০১৭১২৮০৬৯৯৯
		মাহবুবুর রহমান	সম্পাদক	এসডিও	০১৭১২২৩৫১০১
১৭.	গোপালগঞ্জ	নিহার মধু	সভাপতি	ওয়াই ডব্লিউ এম সি এ	০১৭১৬-৮৩৫২০৭
		মোঃ মাহাবুবুর রহমান	সম্পাদক	হালিমা মেমোরিয়াল একাডেমী	০১১৯০৫৩৮৯৫৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম		সংগঠনের নাম	মোবাইল
১.	চট্রগ্রাম	মনোয়ারা বেগম	সভাপতি	প্রত্যাশী	০১৮১৯৩২৬২০৬
		রিজিয়া বেগম	সম্পাদক	বনফুল সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান	০১৭১৩১০২৫৪৭
২.	কক্সবাজার	খোরশেদ আরা হক	সভাপতি	নারী কল্যাণ সমিতি	০১৮২৬ ৪৭৪৯১৪
		মকবুল আহমেদ	সম্পাদক	কোস্ট ট্রাস্ট	০১৭১৩-৩২৮৮২৮
৩.	খাগড়াছড়ি	শেফালীকা ত্রিপুরা	সভাপতি	খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি	০১৭৩১৩১৮৩৬৮
		মথুরা ত্রিপুরা	সম্পাদক	জাবারাং কল্যাণ সমিতি	০১৫৫২৩৫৬৪৫৬
৪.	ফেনী	কাজী সালাউদ্দীন নোমান	সভাপতি	ফেয়ার	০১৭১১১৬৬১০৪
		মো: সিরাজুল ইসলাম	সম্পাদক	সোসাইটি অব রেনেসাঁ বাংলাদেশ	০১৭১১০২৫৪৩৩
৫.	নোয়াখালী	রৌশন আক্তার লাকী	সভাপতি	ইউ পি সদস্য	০১৮১৬ ২৮৫৯৮৭
		নাসিমা আক্তার মুন্নী	সম্পাদক	প্রান	০১৯১৯২৩১৭২০
৬.	লক্ষ্মীপুর	সাবিনা ইয়াছমিন	সভাপতি	প্রয়াস	০১৭৩৪-৫৩৩৩৫৭
		মো: সেলিম	সম্পাদক	উসাপ	০১৮১২০৭৩০৬০
৭.	কুমিল্লা	জনাব রাশেদা আক্তার	সভাপতি	উপ: ভাইস চেয়ারম্যান-চৌদ্দগ্রাম	০১৭১২০৫৪৯৬৬
		মাহাবুব মোর্শেদ	সম্পাদক	দর্পন	০১৭১৫৭০৭১২৪
৮.	চাঁদপুর	মো: হারুন অর রশিদ	সভাপতি	আহীস	০১৭১২৬৮১৪২০
		ফাহমিদা ইসলাম	সম্পাদক	প্রফেসর	০১৭১৩-০৯৫৭৮১
৯.	বি-বাড়ীয়া	সৈয়দ আনিছুর রহমান	সভাপতি	স্বদেশী	০১৭১৮০৬৩৬৩১
		মো: দেলোয়ার হোসেন	সম্পাদক	ব্রীজ	০১৭১৬২১৭১৭৭
১০	হোমনা উপজেলা (কুমিল্লা জেলা)	বেবী আকতার	সভাপতি	পাথানিয়াকান্দি নারী প্রগ্রতি সংস্থা	০১৮৪৩ ২৮০৩০৩
		মো: নজরুল ইসলাম সরকার	সম্পাদক	গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থা	০১৮১৭-৫৮৩৬৭৭

সিলেট বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম		সংগঠনের নাম	মোবাইল
১.	সিলেট	রোটারিয়ান আব্দুল করিম কিম	সভাপতি	সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন	০১৭১১৩৫১১৬৭
		রোটারিয়ান এডভোকেট তাহেরা স্বপ্না	সম্পাদক	নারী সংগঠক	০১৭১৫০২১২২১
২.	মৌলভী বাজার	নীল মণি সিং	সভাপতি	জে কি সি	০১৭১৫৩৭৯৬৯৮
		প্রভা রাণী বাড়াইক	সম্পাদক	ইসা	০১৭১২৫১৬২৮৭
৩.	হবিগঞ্জ	তাহমিনা বেগম গিনি	সভাপতি	সমাজসেবক	০১৭১১১২৩৮১৮
		তোফাজ্জল সোহেল	সম্পাদক	প্রাকৃতজন	০১৯১৬৫১৮১৫২
৪.	সুনামগঞ্জ	অমিত রঞ্জন তালুকদার	সভাপতি	সাংস্কৃতি সংগঠক	০১৭১৪-৭০৪৭৪০
		শংকর বর্মন	সম্পাদক	সংস্কৃতি কর্মী	০১৭২১-৪৮২৩৪৯

সচিবালয়

আন্তর্জাতিক গ্রামীন নারী দিবস জাতীয় উদযাপন কমিটি, বাড়ি # ১৩/৩, রোড # ২, শ্যামলী, ঢাকা। ফোন: +৮৮ ০২ ৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২-৯১২৯৩৯৫, ই-মেইল: info@coastbd.org, ওয়েব: www.coastbd.org